দুর্গতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১১।৫ শ্রীচমস যোগীন্দ্র শ্রীবিদেহ মহারাজকে বলিয়াছেন ॥ ৬৩ ॥

অগ্রে চ পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ভক্তেরেবাভিহিতত্বে ভবেত্তস্য তদ্বিশেষ-প্রশ্নোহপি যুক্তঃ। কস্মিন্ কালইত্যাদিনা তথৈবোত্তরিতম্। কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ। নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে। নানৈব বিধিনা বিবিধেন মার্গেণ। ১১।৫। শ্রীকরভাজনো বিদেহম্ ॥ ৬৫ ॥

অগ্রেও ১১।৫ অধ্যায়ে পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব হইবে—এই অভিপ্রায়ে সেই ভক্তিরই প্রকারবিশেষ জানিবার জন্য প্রশ্নটীও করা যুক্তিযুক্ত। তাই "কস্মিন্‌কালে স ভগবান্"—এই শ্লোকে অর্থাৎ "কোন্ যুগে ভগবান্ কি বর্ণের, কি আকারে, কি নামে এবং কোন্ বিধি অনুসারে মনুষ্যগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, তাহাই আমার নিকট বলুন"। এইরূপ প্রশ্নের দ্বারা শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা করিলে শ্রীযোগীন্দ্রও সেইরূপই উত্তর করিয়াছিলেন, যথা—হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকেশব সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি—এই চারিটী যুগেতে বিবিধবর্ণে বিবিধ আকারে বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া বিবিধ বিধিমার্গে সেই সেই যুগানুবর্ত্তী মনুষ্যগণকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন। ১১।৫ শ্রীকরভাজন যোগীন্দ্র শ্রীবিদেহ মহারাজকে বলিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদেহপি—ত্বন্তু সর্ব্বং পরিত্যজ্য স্নেহং স্বজনবন্ধুষু। ময্যাবেশ্য মনঃ সম্যক্ সমদৃক্ বিচরস্ব গাম্।

নোদ্ধবোহন্বপি মন্ন্যূন ইত্যাদিভিঃ শ্রীমদুদ্ধবস্য সিদ্ধত্বেনৈব প্রসিদ্ধত্বাৎ তং লক্ষ্যীকৃত্য তদ্দ্বারান্যেভ্য এবোপদেশোহয়ম্। এবমন্যত্র জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ জহল্লক্ষণয়া ত্বং ত্বদীয়মার্গানুগতো ভক্তো বিচরস্ব বিচরত্বিত্যেবার্থঃ। সমদৃক্‌ত্বঞ্চ মাং বিনান্যত্র হেয়োপাদেয়ত্বাভাবাৎ। তু শব্দো বহির্ম্মুখনিবৃত্যর্থঃ। তেনাপি পূর্ব্বমিদমভিপ্রেতম্—ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধ বাসোহলঙ্কার-চর্চ্চিতাঃ উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি। বাতবসনা মুনয়ঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ। ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ। বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্ম্মবর্ত্মসু। ত্বদ্বার্ত্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ। স্মরন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তশ্চ কৃতানি গদিতানি তে। গত্যুৎস্মিতেক্ষিতক্ষ্বেলি যন্নৃলোকবিড়ম্বনমিতি ॥ ১১।৭। শ্রীভগবান্ ॥ ৬৬ ॥

শ্রীভগবানের উদ্ধবের সহিত যে প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহাতেও বলিয়াছেন—"হে উদ্ধব! তুমি কিন্তু স্বজন-বন্ধুবান্ধবের প্রতি সর্ব্বপ্রকার স্নেহ পরিত্যাগ করিয়া আমাতেই মনটী আবিষ্ট রাখিয়া সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া এ পৃথিবীতে বিচরণ কর"। এস্থলে একটি বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে, শ্রীভগবান উদ্ধবের মহিমা বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"শ্রীউদ্ধব আমা হইতে